দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

130

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকের অভিজ্ঞতা

আদর্শ শিক্ষক হিসেবে যদিও আমাদের সকলের পুরোপুরি যোগ্যতা নেই; তবু যার যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে— তা নিয়েই আমাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের যা'র যে ত্রুটি আছে— তা যথাসম্ভব সংশোধন করে জাতির মহান স্বার্থে নিয়োজিত হতে হবে। শিক্ষকতাই শিক্ষকদের একমাত্র ব্রত; একমাত্র পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের ছাত্র সমাজকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্বভার তাদের গ্রহণ করতে হবে। একটি দেশ বা জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন সে দেশের শিক্ষিত সমাজের সকলেই সুনাগরিকের গুণাবলী যথাযথভাবে অর্জন করতে সমর্থ হয়। আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে যে সকল ছাত্র বের হয়ে আসছে; তাদের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, তাদের কার কতটুকু গুণাবলী ও যোগ্যতা আছে। অযোগ্যের স্থান পৃথিবীর কোথাও নেই। অযোগ্য ব্যক্তি কর্মজগতে গিয়ে দেশ ও সমাজকে কিছু দিতে পারে না। জাতি তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু প্রত্যাশা করতে পারে না। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উচিত, শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্রদের বের হবার পূর্বেই তাদের চরিত্রবান ও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা— যাতে তাদের সুপ্ত জ্ঞানের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচিত হয়ে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারে।

পাখী যত দিন পর্যন্ত আকাশে উড়তে না শিখে ততদিন পর্যন্ত সে পৃথিবীতে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাকে।

তদ্রুপ কোন জাতি যতদিন পর্যন্ত নিজেরা সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠতে না পারে; ততদিন পর্যন্ত তাদের অবস্থা থাকে ঐ পাখীর মতই। বাঁচার তাগিদে পাখীরা যেভাবে আকাশে উড়ার কৌশলটি প্রথম থেকেই আয়ত্ত করে নেয়; আমাদেরও তেমন করে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পৃথিবীতে মর্যাদার সাথে টিকে থাকার জন্য যা করা প্রয়োজন— তা হোল শিক্ষা।

সে জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে হবে। আর তাই বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে জড়িত শিক্ষকদের আরো বেশী করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কারণ, শিক্ষকরা যদি পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তাহলে তারা ছাত্রদের সঠিক জ্ঞান দিবে কি উপায়ে?

অজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে ছাত্রদের অজ্ঞতা দূর করা কখনই সম্ভব নয়। কোন বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি যার বেশী রয়েছে, তিনিই হলেন অভিজ্ঞ। তাই সার্থক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

—মোখতার আহমেদ.